

জনশক্তি রফতানী কর্পোরেশন হচ্ছে

আগামী পাঁচ বছরে বিদেশে ১০ লাখ লোক পাঠানো হবে

আগামী পাঁচসাল পরিকল্পনা -
কালে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ
আমেরিকার কয়েকটি দেশ এবং এশীয়
দেশগুলোতে ১০ লাখ লোককে
চাকরি দিয়ে পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা
অর্জনের জাতীয় জনশক্তি নীতি
প্রণীত হয়েছে। এটি এখন চূড়ান্ত
অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
জনশক্তি উন্নয়ন ও সম্বলকরণ
দফতরের ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী
জনাব এস এ বারী এটি ঘোষণা
করছেন। তিনি বলেন, তিনি বলেন
জাতীয় জনশক্তি নীতি শীঘ্রই
মোড়ানো করা হবে।
উল্লেখ্য, জনাব বারী মধ্যপ্রাচ্যে
৬টি দেশ ও আফ্রিকার দেশসমূহে
জনশক্তি রফতানী সম্পর্কে অল্প
দিনের উদ্দেশ্যে সফর চাকা তাল
করছেন। জনাব বারী ম্যান, বিদেশে
নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প, কৃষি
অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লোকদের
চাকরি দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়ে
শোনার ব্যাপারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান
ও সংস্থাসমূহের সম্মুখে একটি
কনসোর্টিয়াম গঠনের বিষয়টি বিবে
চনাধীন রয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়
চাকরি বোর্ড সৃষ্টির ব্যাপারে দেশের

জনশক্তির অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে
জনসংখ্যা সূচী করা হবে।
তিনি বলেন, জনশক্তি নীতিতে
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং
বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা
যাতে সহজে দেশে তাদের উপার্জন
টাকা পাঠাতে পারেন তা সুব্যবস্থা
সুবিধা সৃষ্টি ও বিদেশে চাকরি বান
যোগ দফতর খোলার বিষয়টি অত-
তীব্রত হবে।
ওই সফরকালে উপ-প্রধানমন্ত্রী
কতর, ওমান, বাহরাইন, ইরাক,
জর্ডিয়া ও নাইজেরিয়ায় সরকারী
কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন।
জনাব বারী প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন
যে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মসংস্থান
জনসংখ্যা সম্পর্কে দেখানো করায়
জন্মে একটি জনশক্তি রফতানী সংস্থা
ও চাকরি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং
বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ
সার্ভিস চালু করা হবে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,
বিদেশে যেসব বাংলাদেশী কাজ করছে
তাদের অর্জিত অর্থের শতকরা ৫০
ভাগ বাংলাদেশে ফেরত যেন দেশে
পাঠানো সেজন্য শিল্পীত দেশসমূহের
(দেব পৃ ৩-এর কঃ দঃ)

জনশক্তি

(১-এর পৃ ৩-এর)

সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। এ ব্যাপারে
কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে
বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি
বলেন, ওই সব দেশ থেকে দেশে অর্থ
পাঠানোর সহায়তা ও নিত্যরোজগার
ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর সুবিধা দেয়া
হবে।
জনাব এক প্রশ্নের জবাবে তিনি
জিমান সরকারকে বেসরকারি বিরোধী
জাতীয় স্বার্থে দেশ থেকে উচ্চ
শিক্ষিত লোকদের চাকরি নিয়ে বিদেশ
গমন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন
বোধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা
হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থ
মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি হবে করা হই-
বে।
বেসরকারী জনশক্তি রফতানী
সংস্থাসমূহ ও জনশক্তি উন্নয়ন
বুরের সম্মিলিত এবং জনগণকে
ইয়রপি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আক-
র্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এ পতি-
তানের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা
হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান ও বসতি
যাচা দোষী বলে প্রমাণিত না হলে তাঁদের
ল ইন্সপেক্স বাতিলসহ নিষিদ্ধ লোক
করব্দ্য নেয়া হবে।